R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩রা ভাদ্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।
২০শে আগষ্ট, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

গঙ্গা-পদ্মা ভাঙ্গনের ভয়াবহতা আরও বেশী

বিশেষ প্রতিবেদক : মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলাতে এ বছর ভাঙ্গনের তীব্রতা আরও ভয়াবহ- রূপ ধারণ করেছে। আখেরীগঞ্জে এ যাবৎ কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে কাজ হয়েছে তা একেবারে বিধ্বস্ত বলে খবর পাওয়া গেছে। অধিবাসীদের অভিযোগ আখেরীগঞ্জের কাজের নির্দিষ্ট টাকা সঠিকভাবে ব্যয় না হয়ে ঠিকাদার এবং আমলাদের পকেট ভর্তি করেছে মাত্র। অপর দিকে জানা যায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনের বিশেষজ্ঞরা ভাঙ্গনের উৎস ও সঠিক কারণের সন্ধান করে হতাশ হয়েছেন। কাজ যা কিছু হচ্ছে তা এলোপাতাড়ি। এ বছরে ফরাক্কা ব্লকের মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর, সাঁকোপাড়া, মুস্কিনগর গ্রামের ২০০ বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গঙ্গাগর্ভে চলে গিয়েছে। অর্জুনপুর পঞ্চায়েতের অর্জুনপুর ও খোদাবন্দপুর গ্রামের ৬৮টি বাড়ি ভেঙ্গে যাওয়ায় প্রায় ১৪০০ মানুষ গৃহহারা। সাঁকোপাড়া রেলষ্টেশন ও গঙ্গার দূরত্ব প্রতি বছর কমে আসছে। ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতি দুর্গতদের মধ্যে ৭৫টি ত্রিপল ও ৪ মেঃ টন গম বিলি করেছেন। পঞ্চায়েত সভাপতি আবদুস সালাম ও বিডিও পর্ণা চন্দ দুর্গতদের সাহায্যের জন্য জেলা ও রাজ্যস্তরে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। অন্য এক সূত্রে জানা যায় আখেরীগঞ্জের কাজে এ পর্যন্ত আট কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে ঠিকাদারদের পাওনা দুকোটি টাকা বাকি থাকায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। জেলা শাসক সৌরভ দাস জানান আখেরীগঞ্জ আলাইপুরে ভাঙ্গনের কাজ ভালভাবে হয়নি। তিনি আরও জানান এই ব্যাপারে 'টেকসস্' ও 'অ্যাকুইলিভ' নামে দুটি সংস্থাকে কালো (শেষ পৃষ্ঠায়)

কর্ম্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের কল লেটার জাল জেনে বেকাররা হতাশ হলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের ২ ব্লকের তেঘরী গ্রামের চারজন বেকার যুবক কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে কললেটার পেয়ে বিশেষ আশা নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে হাজির হন। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেককেই কেন্দ্র অধিকর্তা এরকম কোন কল লেটার তাঁদের অফিস থেকে ছাড়া হয়নি বলে জানান। কল লেটারগুলি যাঁরা পান তাঁদের নাম নিমাই সিংহ রায়, সুভাষচন্দ্র ঘোষ, গোলাব সেখ, রতন সিংহ রায়। চিঠির নম্বর যথাক্রমে D/893, OX 336, B/774 এবং O/289। তাঁদেরকে গত ১৬/৭/৯৭ দেখা করতে বলা হয়। প্রার্থীরা এই চিঠিগুলি একসচেঞ্জের ছাপা কার্ডে তাঁদের নামে পাঠানো হলো কি করে প্রশ্ন করলে এ কথার কোন উত্তর কেন্দ্র অধিকর্তা দিতে চাননি। এই ধরনের ঘটনা বেকারদের মধ্যে চাঞ্চল্য এনেছে। আমাদের প্রতিনিধি পরপর দুদিন জঙ্গিপুরে কেন্দ্র অফিসে গিয়েও অধিকর্তার দেখা না পাওয়ায় এ ব্যাপারে কোন সঠিক ধারণা করতে পারেননি। সাধারণ দৃষ্টিতে কার্ডগুলি কেন্দ্রের নিজস্ব ছাপা কললেটার বলেই মনে হয়। এমনকি রবার ষ্ট্যাম্পও জনৈক কে, কে. পাল/পালিত এবং সইও কার্ডে রয়েছে। জানা যায় বর্তমানে কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কললেটার ছাড়া হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে এই ঘটনাকে দুরভিসন্ধীমূলক মনে করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় অধিকর্তার তরফে এ সম্বন্ধে কোন তদন্ত বা পুলিশের কাছে অভিযোগ হয়েছে বলে জানা (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভাগীরথীতে সেতু ভ্রূণ অবস্থায়
—হবিবুর রহমান

বিশেষ প্রতিবেদক : গত দেড় বছর আগে নির্বাচনের মুখে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জঙ্গিপুরে ভাগীরথীতে সেতুর যে শিলান্যাস করে গিয়েছিলেন, তার কাজকর্মকে এখন ভ্রূণ অবস্থায় বলে বর্ণনা করলেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক হবিবুর রহমান। এ ব্যাপারে কংগ্রেস শীঘ্রই আন্দোলনে নামার কথা ভাবছে বলেও তিনি জানান। হবিবুর সাহেব আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, (শেষ পৃষ্ঠায়)

আদিবাসীদের প্রতি প্রশাসন নির্বিকার, অত্যাচার চরমে

সাগরদীঘি : এই থানার অধীন বারালা অঞ্চলের টোকাডাঙ্গা, গোঁসাইগ্রাম, মাঝিডাঙ্গা, হুকারহাট প্রভৃতি গ্রামের আদি- বাসীরা স্বাধীনতার ৫০ বছরেও সমানভাবে অত্যাচারিত হয়ে চলেছেন। তাঁদের বাড়ী- গুলির আশপাশের খাস জমি অধিকার করে রয়েছেন কংগ্রেসের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। আদিবাসীদের গরু, মোষ চুরি থেকে আরম্ভ করে নারীদের শ্লীলতাহানির (শেষ পৃষ্ঠায়)

চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিলের আপত্তিতে পুরসভার বাঁধের কাজ বন্ধ

ধুলিয়ান : স্থানীয় পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের একটি বাঁধের কাজে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ৮০ হাজার টাকার এ্যাডভান্স দেবার জন্য পুরপতি চেক সহি করলেও, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সিপিএমের আনোয়ার সেখ সহি করতে আপত্তি করায় কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল বলেন বাঁধের কাজ বোর্ডের নিমানুযায়ী মঞ্জুর হয়নি। তাই তিনি চেকে সহি করতে নারাজ। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চুড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা ভাদ্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ স্মর্তব্য ॥

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির উৎসব 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' অনুষ্ঠান সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হইয়া গেল। ১৪ই-১৫ই আগষ্টের মধ্যরাত্রি হইতে এই উৎসবের মুখরতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। ১৫ই আগষ্ট তারিখ এই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দিল্লীর লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং অন্যান্য ব্যক্তির ভাষণ উল্লেখের দাবী রাখে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর স্মারক হিসাবে একটি বিশেষ ট্রেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দর হইতে গত ১৬ই আগষ্ট ছাড়িয়াছে। এই ট্রেন সারা দেশ ঘুরিয়া আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানী দিল্লী আসিয়া পৌঁছাইবে। ট্রেনটি সকলের নিকট শুভেচ্ছাবাণী বহন করিয়া যাইবে।

ভারতের পরাধীনতা হইতে মুক্তি, ইংরাজ শাসনের নাগপাশ হইতে অব্যাহতি, যাহা ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগষ্টের সন্ধিক্ষণে ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ দেশবাসী স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে ছিল বরণীয়। কিন্তু ইহাতে যে মূল্য দিতে হয়, তাহা কখনই কাম্য ছিল না। ইংরাজের কূটকৌশল এবং আমাদের ক্ষমতালিপ্সা এই স্বাধীনতার ফলশ্রুতি। আর এই কারণে ভারতভূমি খণ্ডিত হইয়াছিল এবং তাহা আমরা মানিয়া লইয়াছিলাম। বস্তুত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ শাসকেরা ক্ষমতার হস্তান্তর করিয়াছিল। স্বাধীনতার প্রকৃত তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত ছিল না। দেশ ভাগ মানিয়া লইয়া, লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীকে সর্বস্বহারা করিয়া এবং আরও অগণিত নর-নারী-শিশুর প্রাণবলি ঘটাইয়া শাসনক্ষমতা আমরা লাভ করিয়াছিলাম। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়া স্বাধীনতা লাভ এবং যেভাবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়া, এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহা আপোসী স্বাধীনতা।

কোনও দেশ অর্থাৎ স্বাধীন দেশ, যেভাবে সুসংগঠিত হইয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতির মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে, স্বাধীনতা লাভের পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিলেও ভারত অনেকাংশে সে পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে নাই। আমরা সমাজের সকল স্তরের মানুষ, রাজনীতিক, প্রশাসক যাহাই হই না কেন, এখন যেন 'লুটেরা'য় পরিণত হইয়াছি। রাজ্যস্তরের মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমলাতন্ত্র—সকলেই লুটিবার নেশায় মত্ত। বিলাস-বৈভব লাভ যে কোনও উপায়ে করিতে হইবে, ইহাই এখনকার একমাত্র প্রবণতা। তাহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদজনিত নানা ধ্বংসমূলক ক্রিয়াকলাপ অদ্যাপি বন্ধ হয় নাই আমাদের শাসনক্ষমতার অপদার্থতার জন্য। সৎকর্মী অপহৃত হইতেছেন, খুন হইতেছেন। বিদেশী পর্যটকদের অপহরণ করা হইল। আজিও কূলকিনারা মিলিল না। নানা স্থানে হঠাৎ বিস্ফোরণ; কত প্রাণ চলিয়া যাইতেছে। এই সকল অক্ষমতার মধ্য দিয়া স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর তাৎপর্য আমরা শুনিলাম। জাতীয় সংহতি, জাতীয়তাবোধ, সততাপূর্ণ আদর্শময় নেতৃত্ব আজ ক্রম অপস্রিয়মান। এই সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান যাহা বর্ষব্যাপী হইতে চলিয়াছে, একই সঙ্গে স্মরণীয়।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বৎসর উৎসব দিকে দিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী প্রতিপালিত হয় মহকুমার দিকে দিকে। মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে সরকারী অনুষ্ঠান হয় মহাসমারোহে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা শাসক মনীষকুমার রায়। আমন্ত্রিত মহকুমার দুই স্বাধীনতা সংগ্রামী বরুণ রায় ও শঙ্করনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও রঘুনাথগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে ননগেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির জঙ্গিপুর মহকুমার উদ্যোগে ১৯৯৭ এর কৃতি মাধ্যমিক ছাত্রদের সম্বর্ধনা ও মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ করা হয়। থানায় সভা পরিচালনা করেন সম্পাদক জীবানন্দ ভাদুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন মহকুমা শাসক মনীষকুমার রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসডিপিও স্বপন মাইতি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও সমিতির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ঐ দিন জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতি, আনন্দধারা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, বিভিন্ন বিদ্যালয় ও ক্লাব শহর পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় বালিঘাটা জনকল্যাণ সংঘের এক মশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে। জঙ্গিপুর পারে গোফুরপুর আল-আমীন শিশু শিক্ষানিকেতন কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ছোটকালিয়া যুব অগ্নি সংঘ সকালে প্রভাতফেরী ও পতাকা উত্তোলন, বিকালে যুবক ও বয়স্কদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল এবং সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এনটিপিসি এমপ্লয়ীজ ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন আটজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সম্বর্ধনা জানান। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুশীল ধাড়া, কুমুদিনী ডাকুয়া, বিমলানন্দ ভৌমিক ও ব্রজবিহারী পোদ্দার। এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১৩ আগষ্ট বিশেষ এক অনুষ্ঠানে এঁদের হাতে মানপত্র ও উপহার তুলে দেন এফএসটিপিপির জেনারেল ম্যানেজার বাল্মিকী প্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী প্রমিলা প্রসাদ।

ধুলিয়ানে গত ১৫ ও ১৬ আগষ্ট সামসেরগঞ্জ ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ আগষ্ট এক পদযাত্রা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতসহ শহর পরিক্রমা করে। হাসপাতাল মোড়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা জ্যোতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করা হয়। ১৬ আগষ্ট বিকালে স্থানীয় বাসষ্ট্যাণ্ডে 'স্বাধীনতা সন্ধ্যা' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ১৯৯৭ এর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানান হয়। বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ও বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের অতীশচন্দ্র সিংহ। তিনি বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করে বলেন ২০ বছর পার হয়ে গেলেও এ জেলায় কোন শিল্প স্থাপনের চেষ্টাও করেনি। ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক বলেন গঙ্গার ভাঙ্গন রোধে বাম সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। জঙ্গিপুর মহকুমার অপর তিন বিধায়ক মহঃ সোহরাব, হবিবুর রহমান ও হুমায়ুন রেজা এবং ধুলিয়ান টাউন কংগ্রেস সভাপতি সওদাগর আলীও বক্তব্য রাখেন। মহঃ সোহরাব এবং কংগ্রেসের পক্ষে কল্যাণ গুপ্ত এক বিবৃতিতে স্থানীয় অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অব্যবস্থার কথা এবং এর বিরুদ্ধে তাঁরা শীঘ্রই আন্দোলন শুরু করবেন বলে জানান। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ শহরে রবীন্দ্রভবনে সারাদিনব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন স্থানীয় অগ্রদূত ক্লাব। স্বাধীনতা দিবসে উমরপুরে ঘোড়শালার মোড়ে বিধায়ক মোঃ সোহরাবের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এন, এইচ, ৩৪ গলফ্ গ্রীণ ক্লাবের উদ্বোধন হয় এবং স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হয়।

শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন উদযাপন

রঘুনাথগঞ্জ : ১৯০৮ সালের ১১ আগষ্ট শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। সেই দিবস স্মরণে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। জঙ্গিপুরে ক্ষুদিরামের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডি-ওয়াই-এফের শত্রুঘ্ন সরকার। অন্যান্য যাঁরা মাল্যদান করেন তাঁরা হলেন সভাপতি মোহন মাহাতো এবং ছাত্র সংগঠনের জোনাল সম্পাদক ওসমান গণি এবং ছাত্র ও যুব কর্মীবৃন্দ। শত্রুঘ্ন সরকার ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের তাৎপর্য্য ও বর্তমান ভারতের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ছাত্র ও যুবকদের ক্ষুদিরামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ৬৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

মহকুমায় ষ্টুডেন্টস হেলথ হোম

বিশেষ সংবাদদাতা : আগামী ২ সেপ্টেম্বর পুরাতন হাসপাতাল প্রাঙ্গণে পঃ বঃ হেলথ হোমের সাধারণ সম্পাদক সুধীর দাশগুপ্ত মহকুমা ষ্টুডেন্টস হেলথ হোমের স্থায়ী কেন্দ্র উদ্বোধন করবেন বলে খবর। জঙ্গিপুর পুরসভা এই হোমের জন্য একখণ্ড জমি দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছর

আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা

চোখের মণির মত

বুকের হৃদ্‌পিণ্ডের মত

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত

ধমনীতে রক্তের মত

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সগর্বে ফিরে দেখা :—

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কুড়ি বছর

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়ন একটি নতুন দিগন্তের উন্মেষ

☐ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সদাই উজ্জীবিত। দারিদ্র ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দান করে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপায়িত। ভূমির সংস্কার ও কৃষকদের মধ্যে বন্টন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এতে পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে সারা রাজ্যে অগ্রগতির জোয়ার এনেছে, যা আর একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা করতে চলেছে।

পঞ্চায়েত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্ম-পরিচালনার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়নের রূপায়ণে পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত।

ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্যই কৃষি উৎপাদন সফলতা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ সাফল্য :—

- মার্চ ১৯৯৫-এ ৯·৫১ লক্ষ একর জমির সংস্কার ও বন্টন হয়েছে।
- শস্যের উৎপাদন ৬·৪ শতাংশ হারে প্রতি বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্যের সবচেয়ে বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।
- ভূমিসংস্কারে পঞ্চায়েত গ্রহণ করেছে এক দায়িত্বশীল ভূমিকা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়ন এখন একটি অনন্য সন্ধিস্থলে, একটি নতুন যুগের সূচনায়।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(নং—৩৭৪(২৯) জেলা তথ্য/মুর্শিদাবাদ। তাং—৩/৮/৯৭

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

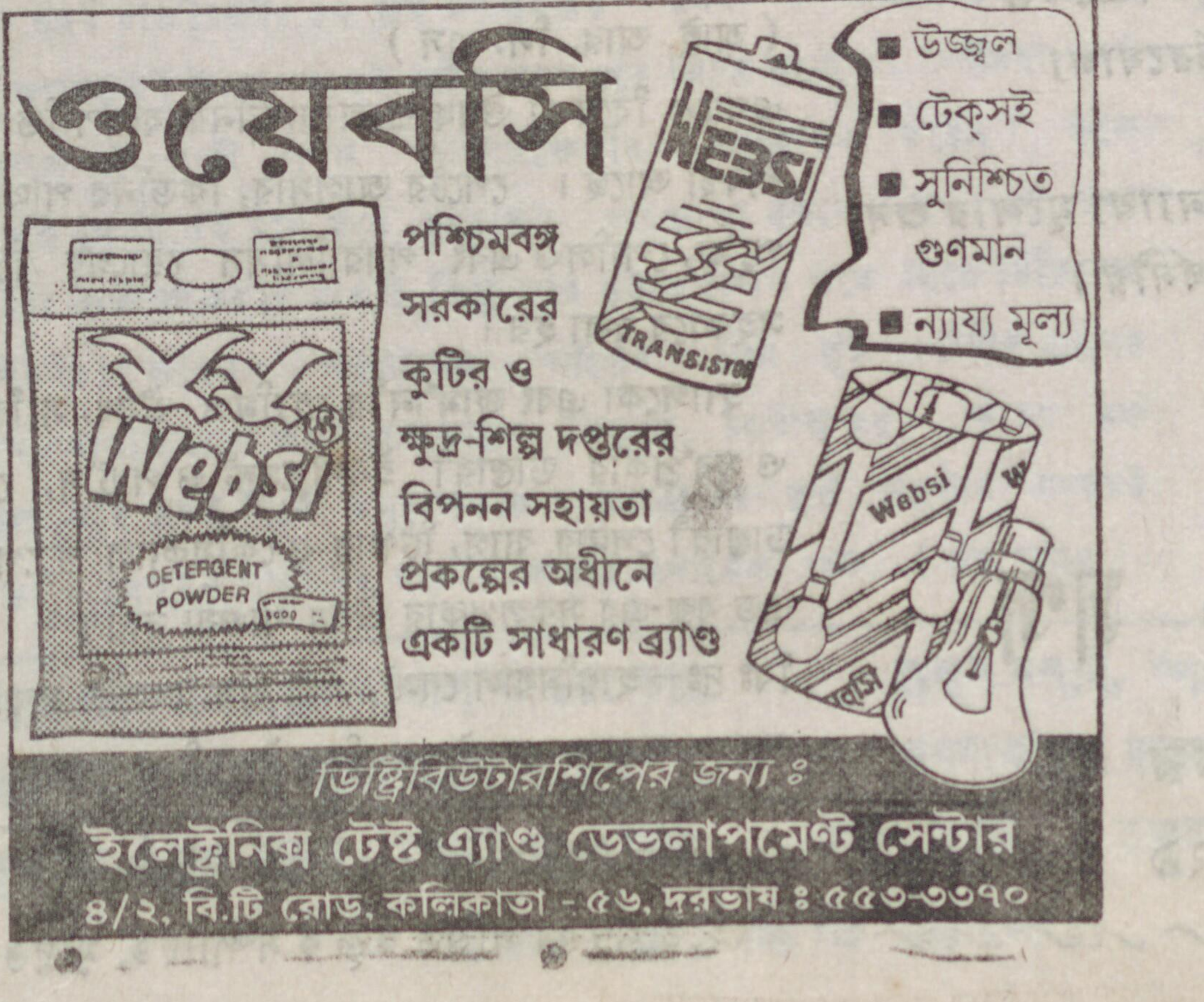

নতুন বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট দুর্গামন্দিরের সামনে পৌনে তিন কাঠা জমির উপরে নতুন দোতলা বাড়ী বিক্রয়। মূল্য পাঁচ লাখ টাকা। নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :—

Sri T. K. Sinha Roy
Qr. No. C/84, PTS
Deeptinagar
P.O. Kahalgaon
Dt. Bhagalpur (Bihar)
Pin : 813203

কার্ড্‌স ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৬৬২২৮

বেকাররা হতাশ হলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

যাচ্ছে না। কল লেটার প্রাপকদের দাবী এ ঘটনা নিয়ে পুলিশী তদন্ত হোক এবং অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হোক। কেন্দ্রীয় অফিসের কিছু কর্মীও এর সঙ্গে জড়িত আছেন বলে স্থানীয় কিছু অধিবাসী সন্দেহ করছেন।

ভাঙন এ বছর আরও বেশী (১ম পৃষ্ঠার পর)

তালিকায় ফেলা হয়। আখেরীগঞ্জের অধিবাসীদের অভিযোগ ঠিকাদারদের দু কোটি টাকার দাবীও সঠিক নয়। ওখানে তাঁরা কোন বোল্ডার ফেলতেই দেখেননি। এদিকে জলঙ্গীতে বোল্ডার ফেলা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। যেদিক দিয়ে ট্রাকগুলি যাতায়াত করে সেটি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অধীনে। তারা রাস্তা নষ্ট হবার আশঙ্কায় ট্রাক যাতায়াতে বাধা দেয়। আখেরীগঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গফফুর রহমান জানান আখেরীগঞ্জে মোটামুটি ষাট মিটারের মত কাজ হয়েছে, বাকী রয়েছে তিনশো মিটারের মত কাজ। খাতায় কলমে কাজ যাই হোক, বাস্তবে ভাঙনরোধে কাজ কিছুই হয়নি বলে এলাকার মানুষের ক্ষোভ যা হয়েছে সেটা ডান-বামসহ সব রাজনৈতিক নেতাদের, আমলাদের ও কিছু নির্দিষ্ট ঠিকাদারের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বৃদ্ধি।

পুরসভার বাঁধের কাজ বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে চেয়ারম্যান বলেন—বোর্ড কাউন্সিলারদের মত নিয়েই কাজটি মঞ্জুর করা হয়। এভাবে যদি বারবার আইন মাফিক কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয় তবে কোন পেমেন্ট বা কাজের জন্য তিনি ভবিষ্যতে দায়িত্ব নেবেন না।

প্রশাসন নির্বিকার (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনাতেও পুলিশ প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয় না। সম্প্রতি টোকারডাঙ্গার জনৈক বর্গাদারকে জোর করে উচ্ছেদ করে একদল কংগ্রেসী বাড়ী তুলেছেন বলে খবর। এমনকি বর্গাদারের নিজস্ব মাঠেও তাঁকে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। বিজেপির নেতা চিত্ত মুখার্জী এই অভিযোগ তুলে এক সভায় বলেন পুলিশকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। এমনকি আদিবাসী কল্যাণের টাকাও এই সব প্রভাবশালী কংগ্রেসীরাই পকেটস্থ করছেন। তিনি বলেন বিজেপি এ সব ঘটনা নিয়ে শীঘ্রই এক আন্দোলনে নামবে বলে ঠিক করেছে।

ভ্রূণ অবস্থায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিধানসভার গত অধিবেশনে তিনি এ ব্যাপারে একটি লিখিত বিবৃতি দাবী করে তা স্পিকারের মাধ্যমে পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর কাছে দেন। তাতে সেতুর কাজ কি অবস্থায় তিনি জানতে চান। সে চিঠির এখনও কোন উত্তর মন্ত্রী দেননি। তবে পূর্ত দপ্তরে নিজে গিয়ে তিনি যা খবর পেয়েছেন, তাতে সেতুর কাজকর্ম কিছুই এগোয়নি। এ ব্যাপারে হবিবুর সেতুর শিলান্যাসকে সে সময়ের স্রেফ নির্বাচনী চমক বলে ব্যাখ্যা করেন। বর্তমানে সেতু তৈরীর কাজ নিয়ে বামফ্রন্টের শরিকরা শুধু একে অপরকে দোষারোপ করে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ .তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস	ধনঞ্জয় কাদিয়া	সনাতন কালিদহ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ✶ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম্. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু. টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ওপ্রকাশিত।